গতকাল রাতে যশোর টাউন হল মাঠে উদীচীর লোক সংস্কৃতি উৎসবের দর্শকমাতান ভারতের মোহুল ও তার দল -সাজ্জাদুল কবীর মিটুন

উদীচীর লোকসংস্কৃতি উৎসব

সমাপনী দিনেও দর্শক মাতালেন এপার-ওপার বাংলার শিল্পীরা

প্রণব দাস ॥ এপার বাংলা ও ওপার বাংলার খ্যাতিমান শিল্পীরা তাদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে যশোরে অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যশোরের হাজার হাজার সংগীত প্রেমীদের উচ্ছ্বাস আর আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে রোববার সমাপ্ত হয় পাঁচ দিনব্যাপী এ উৎসব। এদিন ভারতের লোকগানের দল 'মহুল' তাদের ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা ও স্বকীয় ঢঙের গান গেয়ে সকলের মন ভরিয়ে দেয়।
উদীচী যশোরের আয়োজনে ফিরে চল মাটির টানে এ স্লোগানকে সামনে রেখে স্থানীয় ঐতিহাসিক টাউন হল ময়দানের রওশন আলী মঞ্চে গত ৫দিন ধরে চলেছে লোক সংস্কৃতি উৎসব। ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টায় এ উৎসবের উদ্বোধন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ ঢাকার সভাপতি কামাল লোহানী। সমাপনী দিনের শুরুতে বিকেল ৫টায় প্রতিদিনের মত এদিনও সমবেতভাবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় সংগীত ও 'আরশির সামনে একা একা দাঁড়িয়ে যদি ভাবি কোটি জনতার মুখ দেখব, হয়না হয়না হয়না, কে বলেছে হয়না, এসো এ মঞ্চে উদীচী এমনই এক আয়না' উদীচীর সংগঠন সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর স্থানীয় লোকশিল্পী আলী সরকার, মাসুম বাউল, সাদিয়া, শামসুন্নাহার সরদার, শিউলী, ইদ্রিস, শাহজাহান আলমগীর, সুভাষ পাল, বাদল প্রামানিক, বিমল বাউল একক সংগীত পরিবেশন করেন।
সন্ধ্যার পর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাসিক উত্তরণ ও ত্রৈমাসিক পথরেখার সম্পাদক নূহ-উল-আলম লেলিন। সভাপতিত্ব করেন উদীচী যশোরের সভাপতি ডিএম শাহিদুজ্জামান। উৎসব ঘোষণাপত্র পাঠ করেন উদীচী যশোরের সহসভাপতি তন্দ্রা ভট্টাচার্য। স্বাগত বক্তব্য দেন লোকসংস্কৃতি উৎসব উদযাপন পর্ষদ-১৪২২ এর সদস্য সচিব আলমগীর কবির। সঞ্চালনা করেন উদীচী যশোরের পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক দুখনা আফরোজ পাপ্পু। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, লোকসংগীত আমাদের দেশের স্বাধিকার আন্দোলনসহ সকল প্রগতিশীল আন্দোলন সংগ্রামে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু আজ বিজাতীয় সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসনে বাঙালী সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। বক্তারা স্ববিরোধী কর্মকাণ্ড না করে দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন জোরদার করার আহবান জানান।
আলোচনা শেষে উদীচী যশোরের শিল্পীরা সমবেত লোকসংগীত পরিবেশন করেন। এরপর নড়াইলের বিজন কুমার দেবনাথ বিজয় সরকারের গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেন। এদিন আরো আসর মাতান যশোর বাঁকড়ার কিশোর বাউল রাসেল, কুষ্টিয়ার খায়রুল বাশার, গদখালীর জহির বাউল প্রমুখ শিল্পীরা তাদের সুরের যাদুতে উচ্ছ্বাস আর আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে মুগ্ধ করেন মাঠ ভর্তি যশোরের হাজার হাজার সংগীতপ্রেমী উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের।
প্রতিদিনের মত সমাপনী দিনে একটানা যন্ত্রসংগীতে সঙ্গত করেন বাঁশিতে ছিলেন অমিত বিশ্বাস, ম্যান্ডোলিনে বিপুল শীল, দো-তারায় বিকাশ শীল, হারমোনিয়ামে ইনতাজুল ইসলাম সাগর, ঢোল বাদক দীপন হোসেন, তবলায় উজ্জ্বল শীল, পারকিউশনে সুব্রত দাস ও সজীব আল মামুন খমক ও ম্যারাকাসে পরিতোষ দাস। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এ উৎসব সমাপ্তি হওয়ায় লোকসংস্কৃতি উৎসব উদযাপন পর্ষদ-১৪২২ এর আহবায়ক শেখ মারুফ হাসান ও সদস্য সচিব আলমগীর কবির সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীতে আরও বৃহৎ কলেবরে এ উৎসব আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।